তারিখ ... 27 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 8 ... কলাম ... 2 ...

কালের কণ্ঠ

প্রাথমিক শিক্ষার পরিধি বৃদ্ধি

প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি আগে সম্পন্ন করুন

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত হওয়ার কথা। কিন্তু এ পর্যন্ত এ ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে খুব কমই। ইতিপূর্বে পাঁচ শতাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণি চালু করা হয়েছিল। ষষ্ঠ শ্রেণির সেই ছাত্ররা এ বছর অষ্টম শ্রেণির জেএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে যে পিএসসি পরীক্ষা হয়, তা নিয়ন্ত্রণ করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। আর জেএসসি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকা শিক্ষা বোর্ডগুলো।

জানা যায়, এ বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জেএসসি পরীক্ষায় অনুমতি পেতে ও অংশ নিতে অনেক ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে। এমন অবস্থায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত করার কাজ শুরু করা হবে। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার সব দায়িত্ব প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হাতে সব নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়া হবে। আগামী মে-জুন থেকেই এই লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করা হবে। আশা করা হচ্ছে, ২০১৮ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত করার প্রক্রিয়া পুরোপুরি সম্পন্ন হবে।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের পরপরই তা দেশের শিক্ষানুরাগী মহলে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছিল। আবার শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের ধীরগতি নিয়ে অনেক সমালোচনাও আছে। একইভাবে সমালোচনা আছে যথেষ্ট পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণের।

শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত করার যে নীতিগত সিদ্ধান্ত দুই মন্ত্রণালয় নিয়েছে, তা অবশ্যই একটি ভালো উদ্যোগ। এখন লক্ষ রাখতে হবে, তা যেন আগের কিছু বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার মতো পূর্বপ্রস্তুতিহীন না হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান করতে হলে বিদ্যালয়ের অবকাঠামো বাড়াতে হবে। পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ, আসবাব ও সরঞ্জামের প্রয়োজন হবে। যে শিক্ষকরা এত দিন পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াতেন, তাঁরাই অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা যথাযথভাবে দিতে সক্ষম হবেন কি না, তাও বিবেচনা করতে হবে। এর পরও শিক্ষক ও কর্মচারীর সংখ্যা আনুপাতিক হারে বাড়াতে হবে।

পিএসসি ও জেএসসি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা রয়েছে কি না, না থাকলে কী কী করণীয় তা নির্ধারণ করতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে দুটি পাবলিক পরীক্ষা থাকার প্রয়োজন আছে কি না, তাও বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। এমনি আরো অনেক বিষয় জড়িত রয়েছে এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সঙ্গে। আমরা অবশ্যই শিক্ষানীতির যথাযথ বাস্তবায়ন চাই, কিন্তু তা করতে গিয়ে যেন শিক্ষার্থীরা কোনো ধরনের ভোগান্তি বা হয়রানির শিকার না হয়, সেদিকেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।